অভাব বা শঙ্কা থেকে মুক্তি বলতে ঠিক কী বোঝায়?

স্টিফেন কফম্যান

(পররাষ্ট্র দপ্তর/ডুগ টমসন)

বিশ্ব প্রতিবছরের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পালন করে। ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা অনুমোদনের স্মরণে এ দিনটি পালিত হয়। বিশ্বে এটাই সবার গ্রহণ করা মানবাধিকারের প্রধান অঙ্গীকার।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাংকলিন রুজভেল্টের ১৯৪১ সালের ৬ জানুয়ারি দেওয়া একটি ভাষণকেই মনে করা হয় মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার উৎস। এতে রুজভেল্ট জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, বিশ্বের প্রতিটি মানুষের অন্তত চারটি স্বাধীনতা প্রাপ্য- বাক স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, অভাব থেকে স্বাধীনতা ও শঙ্কা থেকে স্বাধীনতা। প্রথম দুটো সহজেই বোঝা যায়।

কিন্তু অন্য দুটো স্বাধীনতা ঠিক কী?

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের মানবাধিকার কর্মকর্তা মেরি কালেমকেরিয়ান মনে করেন, অভাব থেকে মুক্তির সঙ্গে সরকারি দুর্নীতি কিংবা দেশের কিছু বিশেষ জনগোষ্ঠীর অন্যদের চেয়ে বেশি সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়া অর্থাৎ বৈষম্যের বিষয়টি যুক্ত । তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে পৃথিবীটা যেভাবে চলে তাতে সবসময়ই কিছু মানুষ বেশি এবং কিছু মানুষ কম পাবে। অভাব থেকে মুক্তি বলতে আমরা বোঝাতে চাই, কাউকে পিছিয়ে রেখে মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা দেখে সে ব্যাপারে কিছু করা।

আর শঙ্কা থেকে মুক্তির অর্থ হচ্ছে কেউ তার সরকার, এর সশস্ত্র বাহিনী, অগণতান্ত্রিকভাবে কাজ করা পুলিশ বাহিনী কিংবা তার প্রতিবেশীদেরকে ভয় পাবে না।

মানবাধিকার বিষয়ক কর্মকর্তা মেরি কালেমকেরিয়ান বলেন, শঙ্কা থেকে মুক্তির অর্থ হচ্ছে, আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত মনে রাতে ঘুমাতে যাবেন যে পরের দিন সকালে উঠেও দেখবেন আপনার বাড়িটা সেখানেই আছে, উচ্ছেদ হতে হয়নি। এতে আরও বোঝায় যে আগামী মৌসুমের জন্য যথেষ্ট আগেই চাষের পরিকল্পনা করতে পারবেন আপনি। তিনি সাবধান করে দিয়ে আরও বলেন, স্থায়ী শঙ্কা অপুষ্টি বা সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ব্যর্থতার মতো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এটি কয়েকটি প্রজন্মকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। অন্যভাবে বললে, আশঙ্কার ছায়ার নিচে থাকলে জীবনের অনেক সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। শান্তি ফিরে এলেও আর কখনোই এ ক্ষতি পূরণ হয় না।

শুধু চার স্বাধীনতা?

‘রুজভেল্ট তাঁর চার স্বাধীনতার ভাষণটা আজ দিলে হয়তো চারটির বেশি স্বাধীনতার কথাই বলতেন’, বলেন মানবাধিকার বিষয়ক কর্মকর্তা মেরি কালেমকেরিয়ান। মানবাধিকারের ধারণা

তখন থেকে আজ এমন জায়গায় এসেছে যে, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় উল্লেখ করা ৩০টি অধিকারও যথেষ্ট মনে হয় না। এখন সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট অধিকারের কথা উঠে এসেছে, যেমন প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন স্থানে অভিগম্যতার অধিকারের সংগ্রাম।

মেরি কালেমকেরিয়ান বলেন, এত কিছুর পরও বাস্তব বিশ্ব এবং মানুষের প্রয়োজনগুলোকে ওই চারটি স্বাধীনতার মধ্যে ফেলা যায়। তার মতে, রুজভেল্ট সহজ করে ওই চারটি স্বাধীনতার কথা বলায় আমরা বুঝতে পারি যে একেবারে মৌলিক অধিকার কোনগুলো আর সেগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উপায়ই বা কী।